জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

নগদ মূল্য ৵০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র

—০:০—

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউন্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

৩৯শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৯ই বৈশাখ বুধবার ১৩৬০ ইংরাজী 22nd April, 1953 | ৪৭শ সংখ্যা

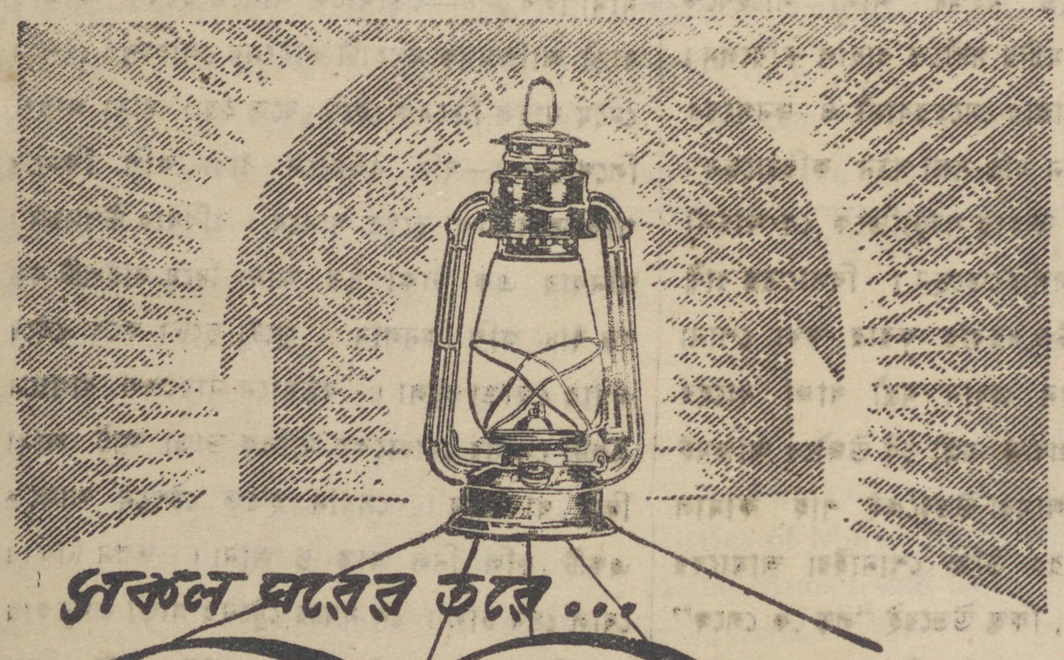

জীবনযাত্রার পাথেয়

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা ও উৎসাহ, কত শান্তি ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ মায়ের সে স্বপ্ন রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যাওয়া অসম্ভব নয়, তাই নিজের জন্যও যেমন তাঁদের দুশ্চিন্তা, ছেলে-মেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের জন্যও তেমনি তাঁদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়? হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই সংস্থানের উপায় স্বরূপ—প্রত্যেকের আর্থিক সঙ্গতি ও বিভিন্ন প্রয়োজন অনুযায়ী নানাবিধ বীমাপত্রের ব্যবস্থা আছে।

জীবনযাত্রার অনিশ্চিত পথে
জীবন বীমা মানুষের
প্রধান পাথেয়।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস

৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৯ই বৈশাখ বুধবার সন ১৩৬০ সাল

"লড়কে লেঙ্গে পাকীস্তান!"

—০—

সদাশয় বৃটিশ বংশধরগণ যখন সোনার ভারতের মায়া মমতা ত্যাগ করিয়া, ত্যাগধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা দেখাইবার পাঁয়তারা সুরু করিতেছেন—ভারতবাসী হিন্দু মুসলমান ত্যাগী নেতৃবৃন্দ দেশাত্মবোধে (দ্বেষ-আত্মবোধে?) উদ্বুদ্ধ হইয়া পরার্থপরতার আবরণে স্বার্থপরতার ম্যাজিক দেখাইবার ভোজবিদ্যা (JUGGLERY) প্রদর্শন আরম্ভ করিলেন। ভারতের দরদী যত দল আছে, কংগ্রেস ও মোসলেম লীগ তার মধ্যে সংখ্যায় ভারী। কংগ্রেস দলে হিন্দুই বেশী অতি অল্প সংখ্যক মুসলমানও এ দলে ছিল। মোসলেম লীগ দলে কেবলমাত্র মুসলমানই সব।

কংগ্রেস সম্প্রদায় মহাত্মা গান্ধীর অহিংস মন্ত্রবলে স্বাধীনতা প্রয়াসী, আর মোসলেম লীগ দল এই কংগ্রেসী দলকে তাহাদের ভাবী শরিক ভাবিয়া শোভাযাত্রা বাহির করেন, আর গান করেন—"দূর হটো, দূর হটো, দূর হটোরে কাংগ্রেসবালা, পাকীস্তান হামারা হ্যায়" * * সুর করিয়া এই গান আর তার সঙ্গে বীরত্বব্যঞ্জক আওয়াজে চীৎকার করেন—"লড়কে লেঙ্গে পাকীস্তান। কলিকাতার "ডাইরেক্ট য়্যাকসন"এর পর এই আওয়াজে মরণ-ভীত হিন্দুর হৃদ্‌কম্প হইত। যাঁহারা এই সব শোভাযাত্রার পুরোভাগে থাকিয়া উহা পরিচালনা করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেক মোস্‌লেম লীগ দলভুক্ত ইসলাম গত সাধারণ নির্ব্বাচনে কংগ্রেসী দলভুক্ত হইয়া জোড়া বলদের বাক্সে ভোট লইয়া লোকসভা ও রাজ্য বিধান সভার আসন অলঙ্কৃত করিতেছেন।

যাইবার সময় ইংরাজ পশ্চিম পাঞ্জাব ও পূর্ব্ব বাঙলাকে পাকীস্তান আখ্যা দিয়া মোসলেম লীগের হস্তে সমর্পণ করিয়া গেলেন। আর ভারতের অবশিষ্ট অংশকে ইণ্ডিয়ান ডোমিনিয়ন নাম দিয়া কংগ্রেস দলের শাসনাধীনে রাখিয়া গেলেন।

মোসলেম লীগের কায়েদে আজম মহম্মদ আলী জিন্না পাকীস্তানের গভর্ণর জেনারেল হইলেন। ভারত ডোমিনিয়নে ইংরাজ শাসক লর্ড মাউণ্টব্যাটেনই শাসনকর্ত্তা রহিলেন। কায়েদে আজম জিন্না সাহেবের এন্তেকাল হওয়ার পর অবিভক্ত বাঙলার প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেব পাকীস্তানের গবর্ণর জেনারেল হইলেন। পাকীস্তানের প্রধান মন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের আততায়ী হস্তে নিহত হওয়ার পর গবর্ণর জেনারেল নাজিমুদ্দীন সাহেব সব চেয়ে বড় পদ ত্যাগ করিয়া পাকীস্তানের প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হন। গত ১৭ই এপ্রিল বাংলা ৪ঠা বৈশাখ পাকীস্তানের গবর্ণর জেনারেল নাজিমুদ্দীন সাহেবকে প্রধান মন্ত্রীর গদী হইতে অপসারিত করিয়া আমেরিকায় পাকীস্তানের রাষ্ট্রদূত বগুড়ার পরলোকগত নবাব আলতাফ আলির জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ আলী সাহেবকে পাকীস্তানের প্রধান মন্ত্রীর গদীতে বাহাল করিলেন। নূতন প্রধান মন্ত্রী আল্লার মেহেরবানী ও জনগণের সহায়তা চাহিয়া নূতন মন্ত্রি-সভা গঠন করিয়াছেন। নাজিমুদ্দীন সাহেবও তাঁহার পদচ্যুতিকে বে-আইনী বলিয়া নানা কারণ দর্শাইতেছেন। বিলাতের রাণী এলিজাবেথের নিকটও দরবার করার কথা শোনা যাইতেছে। পুরাতন প্রধান মন্ত্রী খাজা সাহেব এবং নব নিযুক্ত প্রধান মন্ত্রী দুই উজীরে আজমই বাঙলার ছেলে। আমরা উভয়কেই শাহ্ কামাল নামক ত্যাগী ফকিরের উক্তি শোনাইয়া আমাদের কর্ত্তব্য শেষ করিব, কিন্তু উভয়েই "লড়্‌কে লেঙ্গে" দলের সভ্য। এর মধ্যে বিদেশী বঁধুয়াদের কায়দা কি পর্য্যন্ত আছে তাহা খোদাতালাই জানেন।

শাহ্ কামাল!

মালিককা প্যারে, কুছ্ সওদা করলে
রাহকা।
ক্যা লেকে তোম্ আয়ো প্যারে,
ক্যা লেকে তোম্ জা'গা?
মুট্‌ঠি বাঁধকে আয়া প্যারে,
হাথ পসারে জা'গা॥

কঙ্কর চুনি চুনি মহাল বানায়ো
লোক কহে ঘর মেরা
না ঘর তেরা না ঘর মেরা
চিড়িয়া রৈন বাসেরা।
আপ্ কামায়া আপ্‌হি খায়া
আপ্‌হি করে বাহানা,
মাট্টিসে তেঁই পৈদা হুয়া
মাট্টিমে মিল্ জানা।
শাহ্ কামাল।

———

ভারতীয় রেলওয়ের শত বার্ষিক উৎসবে

চোর, চোরধরা চোর এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণীর উপাখ্যান

ইংরাজী ১৯০১ অব্দে বর্দ্ধমান রাজ কলেজে ফার্ষ্ট আর্টস্ পড়ি। মামাতো ভাই-এর উপনয়ন। মামা লিখ্‌লেন—তোমাকে আসতে হবে। মামার বাড়ী আজিমগঞ্জ নলহাটী লাইনের লোহাপুর ষ্টেশনে নেমে মাইল তিনেক হেঁটে যেতে হয়। মামা আরও লিখেছিলেন—যদি বর্দ্ধমানে বাঁধা কপি কিনতে পাও তবে টাকা দুয়ের আনবে। রবিবার উপনয়ন। শনিবার এক টাকা ছয় আনা দিয়ে বাইশটি বড় বড় বাঁধা কপি কিনলাম। দুটো দুটো করে বেঁধে এগার জোড়া হলো। বর্দ্ধমানে নারকেল বাগানে একটা মেসের রোয়াকের মাসিক ভাড়া আট আনা দিয়ে থাকতাম। সেখান হ'তে ষ্টেশনে আনতে একটি কুলি নিল মাত্র দু আনা। তখন টাকায় ষোল সের চাল। সে সময়ে ট্রেনের গাড়ী এখনকার মত ছিল না। ছোট ছোট, খোপ খোপ, শিক দিয়ে ঘেরা, প্রত্যেক খোপে দুখানা বেঞ্চে মুখোমুখি বসতে হতো। বর্দ্ধমানে ট্রেনে উঠে একখানা খোপের দুটো বেঞ্চের তলাই ভর্ত্তি করলাম আমার কপিতে। রামপুরহাটে চেকার উঠে টিকিট দেখে, কার কি চুরি জোচ্চোরি আছে ধরে, মাল বেশি থাকলে পয়সা আদায় করে। আমার খুব ভয় হলো। ১৫ সেরের বেশি মাল আনার হুকুম নাই। আনলে "বুক" করতে হয়। ধরলে চেকারকে সন্তুষ্ট করার

মত পয়সা আমার কাছে নাই। চেকার উঠলো, আমার কপি তার নজরে পড়লো না। গাড়ী রামপুরহাট ছাড়তেই মনে হলো—একটা ফাঁড়া কাটলো। নলহাটীতে গাড়ী থামামাত্র অন্যান্য সহযাত্রীদের সাহায্যে এগার জোড়া বাঁধা কপি প্ল্যাটফরমে নামালাম। একজন টিকেট পরীক্ষক সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির। বেশ গরম সুরে প্রশ্ন হলো—কার কপি? কাচু-মাচু মুখখানি ক'রে বল্লাম—আমারই। টিকিটখানি দেখামাত্র তাঁর বুঝতে বাকি রইল না যে আমি আজিমগঞ্জের ট্রেনে উঠবো। তখন তিনি তাঁর কাজ করতে লাগলেন। আমি এসে আজিমগঞ্জের গাড়ীর এক কামরায় উঠে বেঞ্চের তলায় এগার জোড়া কপিই পূর্ব্বের মত রেখে দিলাম। লুপ লাইনের গাড়ী ছেড়ে যাওয়া-মাত্র, চেকার বাবু আজিমগঞ্জ লাইনের যে গাড়ীতে আমি ছিলাম বরাবর সেই গাড়ীতে প্রবেশ করে আমাকে বল্লেন এত কপি কি করবেন? উত্তর দিলাম বাড়ীতে উপনয়ন। তিনি বেশ মোলায়েম সুরে বল্লেন—আমায় এক জোড়া কপি দিতে হবে। আমার খুব আনন্দ হলো, কারণ দুটো কপির দাম মাত্র দু' আনা। খুব অল্পেই রেহাই পেলাম—এটা ভাগ্যই বলতে হবে। চেকার বাবু কপি দুটো নিয়ে যেদিকে গাড়ীতে ঢুকেছিলেন তার বিপরীত দরজা দিয়ে নেমে গেলেন। আমার বিপদ কেটে গেল, কারণ মধ্যে তকীপুর ছেড়েই লোহাপুর। লোহাপুরের ষ্টেশন মাষ্টার মামার পরিচয় পেলেই ছেড়ে দিবেন—এ বিশ্বাস আছে। বিপদ কেটে গেল কিন্তু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম - এমন কুকর্ম্ম জীবনে করবো না। বর্দ্ধমান হ'তে নলহাটী পর্য্যন্ত "এই বুঝি ধরলে, এই বুঝি ধরলে" এই ভেবে বুক কেবল ঢিপ ঢিপ করেছে। এতে ট্রেনে ভ্রমণের আরাম বা আনন্দ তো পাওয়াই যায় না, বরং আয়ু ক্ষয় হয়। আজিমগঞ্জের ট্রেনের সহযাত্রিগণকে অনুরোধ করছি—লোহাপুরে যেন দয়া করে আমার কপি দশ জোড়া একটু নামিয়ে দেন, সেখানে প্ল্যাট-ফরম নাই। তাঁহারা সকলেই ভরসা দিলেন।

চেকার বাবু যে কপি জোড়া নিয়ে গিয়েছিলেন, তা দড়ি বাঁধা অবস্থাতেই এনে, গাড়ীতে ঢুকে আমাকে বল্লেন—ঠাকুর মশাই অপরাধ নেবেন না, আপনার কপি নেন। ফেরত দেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায়—অপরাধীর মত উত্তর দিলেন—কপি জোড়া দেখেই আমার স্ত্রী "কপি কোথা পেলে" জিজ্ঞাসা করে যখন সব শুনলেন, তখন কাঁদ কাঁদ স্বরে বললেন—ব্রাহ্মণের উপনয়নে কত ব্রাহ্মণের ভোজনের অগ্রভাগ, আর ব্রাহ্মণ না হ'লেও এই নিঃশ্বাস ফেলা জিনিস আমি ছেলে মেয়ের মা হ'য়ে কোন্ প্রাণে তাদের পাতে দিব! কাজেই আমার আর কোন তর্ক বা নিজের সৎকর্ম্মের পক্ষে বলার কিছু না পেয়ে, ট্রেন ছেড়ে দিবে এই ভয়ে আপনার কপি আপনাকে দিতে ছুটে এসেছি।" চেকার বাবুর অন্তরের অবস্থা না বুঝেই বলে ফেল্লাম—"বাবু, অসুরের সঙ্গে দেবকন্যার বিয়ে হয়েছে!" বাবু, নিজের কান দুটি ধ'রে বল্লেন—"আগে নগদ পয়সা ঘুস নিতাম, স্ত্রী জান্‌তে পারতেন না। বড় বড় কপি নিয়ে ধরা পড়লাম।" বলেই আমার পায়ের ধূলো নিয়ে বল্লেন—আমি কায়স্থ, আশীর্ব্বাদ করুন—যেন আর কুকাজে মতি না যায়। আশীর্ব্বাদ করবো কি অপ্রস্তুত হ'য়ে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইলাম।

রেলওয়ের শত বর্ষে অনেক উন্নতি হ'য়েছে। আমার মত এমন চোর অনেক পাবেন, কিন্তু এমন চোরধরা-চোর ও তাঁর সহধর্ম্মিণী বেড়েছে, না কমেছে, রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ খবর রাখেন কি? এই চোরধরা-চোর ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর জীবনের বৃদ্ধা-বস্থার কথা আর একদিন শুনাবো।

চোরের উৎপাত

কিছুদিন পূর্ব্বে জঙ্গিপুর মিউনিসিপালিটীর প্রাক্তন চেয়ারম্যান কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায় ও বাজারপাড়ার শ্রীননীগোপাল নন্দনের বাড়ীতে যেমন জানালার শিক বাঁকাইয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া চুরি হইয়াছিল, গত ৭ই বৈশাখ সোমবার রাত্রিকালে শ্রীঅমিয়মোহন রায়ের ভাড়াটিয়া শ্রীসুরেন্দ্র মোহান্তের শয়নগৃহে সেই পদ্ধতিতে (*Modus operandi*) চুরি হইয়াছে। চোরেরা কোনও মোটর গাড়ীর ব্যবহার্য্য যন্ত্রাদি ফেলিয়া গিয়াছে। শোনা যাইতেছে কোনও মোটর গাড়ীর মালিকও নাকি তাঁহার যন্ত্রাদি হারাইয়াছে বলিয়া থানায় খবর দিয়াছেন। এই রাত্রেই চাউল-ব্যবসায়ী শ্রীবিষাদকুমার মিত্রের বাড়ীর বাক্সও লইয়া গিয়া অন্যত্র ভাঙিয়াছে। পুলিশ তদন্ত করিতেছেন।

IN THE COURT OF MUNSIF OF JANGIPUR 2nd COURT.

Money Execution Case No. 20 of 1952.

Debendra Narayan Banerjee—D.H

vs.

Dukari Chandra Singha—J. D.

Take notice that the undermentioned Estate and shares of the Estate in the district of Murshidabad will be put up for sale at the Court premises of the office of the Munsif, 2nd Court, Jangipur (Murshidabad) on the 18th day of May, 1953 at 12 noon.

Description :—

Touzi No.	Name of Mahal & pargana including khatian & Mouzas	Share to be sold.	Names of the proprietor of the Estate.	Claim of the case.
799 Touzi of Murshidabad Collectorate	Mouza Popara Pargana Akbarshahi. Khatian 1025 of Popara Mouza	-/7/6 Separate Chham. as 16 annas.	Sri Dukari Chandra Singha.	Rs. 228/0/9

Court's value Rs. 300/- only.

Date 21 3. 53.

B. N. Moitra, Munsif, Jangipur.

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিন্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট কলিকাতা-৬

টেলিগ্রাম : "আর্ট ইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের

যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং

বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি

ও

ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,

কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের

যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথ সময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায় :—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত 'ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৸০ টাকা ও মাশুলাদি ৵০ আনা।

সোল এজেন্ট :— **ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।